তুলসী ও চন্দন।

(ভগবৎ-প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসময়ী কবিতা)

শ্রীনারায়ণহরি বটব্যাল, বি, এ, প্রণীত।

(ধর্ম্মসাধনা, গভীর ব্রহ্মচর্য্য, ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা।)

প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বটব্যাল।

জয়নগর, ২৪ পরগণা।

মজিলপুর চারুপ্রেস্ হইতে—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা "তুলসী" মুদ্রিত।

মূল্য ।৵০ আনা।

নিবেদন

১৬ বৎসব পূর্ব্বে যখন "তুলসী" প্রকাশিত হয়, তখন আমার এক বাল্যবন্ধু তাহা পাঠকরিয়া আনন্দের সহিত বলেন "আপনি এইবার একখানি "চন্দন" লিখুন, তাহা হইলে আমরা আপনার "তুলসী-চন্দনের" সাহায্যে নারায়ণ পূজায় অগ্রসর হইব"। তাঁহার ইচ্ছা আন্তরিক হওয়ায়, অনেক দিন ধবিয়া একটু একটু "চন্দন" হইতে ছিল। এতদিন পরে নারায়ণের ইচ্ছা হওয়ায় তাহা প্রকাশিত হইবার সময় হইল। আমার ন্যায় অপদার্থের "তুলসী-চন্দনে" নারাযণ পূজা হইবে-এরূপ দুঃসাহস বা উচ্চ বাসনা মনে স্থান দিই না। তবে সামান্য ময়রার তৈয়ারী উপাদেয় সন্দেশাদি মিষ্টান্নে দেবতা ব্রাহ্মনাদির ভোগ হয়, যদিও সে নিজে ক্ষুধার সময় দুখানি বাতাসা খাইয়া জল খায়। এই দৃষ্টান্তে ভক্তবন্ধুর জন্য "তুলসী-চন্দন" যোগাড় করিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে বিদায় লইলাম।

প্রথম সংস্করণের তুলসী হইতে "কি লিখি" কবিতাটী অপসারিত করিয়া "রেখা শিল্পী" "আশা ও ভরসা" ও "আত্মপ্রকাশ" এই তিনটী নূতন কবিতা সন্নিবেশিত করা হইল, ইতি।

জয়নগর-মজিলপুর,
জন্মাষ্টমী, ১১ই ভাদ্র, ১৩৩৬। বিনীত—
শ্রীনারায়ণহরি বটব্যাল।

প্রার্থনা।

পরম দয়াল !

এক যুগের বেশী হ'ল, এক শুভ মুহূর্ত্তে দীন-হীনের ক্ষুদ্র "তুলসী" পত্র অশ্রুসিক্ত হ'য়ে তোমার রাজীব-চরণে অর্পিত হ'য়েছিল। তাপদগ্ধ নীরস আঁখি হ'তে এতদিন সেরূপ জলবিন্দু বাহির হয় নাই, যাহাতে "তুলসী" পত্রটী সদা আর্দ্র হ'য়ে শ্রীপদে সংলগ্ন থাকতে পারবে। তাই বুঝি তুমি দয়া ক'রে এই নির্ম্মম কঠোর হৃদয়-পাটেও "চন্দন" ঘষাইয়া লইলে। এখন দাসের এই ক্ষুদ্র "তুলসী-চন্দন" কোমলচরণে অর্পণ করতে অনুমতি দিয়ে দয়ার আরও পরিচয় দাও; এবং ক্ষীণ জীবন-তটিনী বিশুষ্ক হ'বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই "তুলসী-চন্দন" সরস রাখতে এই মলাবৃত নয়নে প্রেমবিন্দু ফুটায়ে রেখো। পিতঃ! অধম সন্তানের প্রার্থনা শুনিবে কি?

দীন—

শ্রীনারায়ণহরি বটব্যাল।

সূচীপত্র।

তুলসী।

বাণী সমীপে

নাহি ভাব নাহি ভাষা, আছে শুধু আঁখিজল
তা'তে কেন এত আশা বল মা জননি! বল'।
নাহি বিদ্যা নাহি জ্ঞান, আছে শুধু ক্ষুদ্র হৃদি
নাচিতে পারে মা বুঝি তব পদ পায় যদি।
স্বাস্থ্যছাড়া শক্তিহীন কেঁদে কেঁদে গেল দিন,
অন্নাভাবে হায়! মাগো প্রবাসী জীবনী-হীন;
আছ শুধু তুমি কাছে, তব-পদ প্রান্তে আছি,
ছেলে ব'লে যা দিয়েছ তাই মাগো শিরে নিছি।
নাচাও মা ক্ষুদ্র হৃদি শ্রীচরণে স্পর্শ করি,
জাগাও অন্তরে ভাব, ভেসে যাক্ ক্ষুদ্রতরী।

ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস।

কই দয়াময়! দেখাত দিলেনা প্রভো!
দিবস যামিনী হায়! কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
ঘুরিনু হেরিতে তোমা, কিন্তু কোন স্থানে
পাইনু না দয়াময়! তব দরশন;
একাকী বিজনে হায়! শ্বাপদ-সঙ্কুল
ভীতিবহা অরণ্যানী ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ভ্রমিলাম কতকাল, হিংস্র পশুমাঝে
পড়িয়াছি কতবার, কিন্তু তব নামে
বিস্ফারিত-আঁখি সবে ভুলি হিংসাভাব
নমি' শির নিজস্থানে করেছে প্রস্থান।
পর্ব্বত কন্দরে হায়! নির্জ্জন প্রদেশে
ডেকেছি তোমারে হরি! কিন্তু কভু তব
পড়েনি নয়নে শ্যামবরণ মোহন;
এত পাপমতি আমি, এত কি যন্ত্রণা
সহিব জনমভোর, তব সুধারূপ
হেরিবে না কিহে এই অভাগা নয়ন?

নব দূর্ব্বাদলে বসি ঊর্দ্ধে নীলাকাশ
হেরি মনে হয় যেন তব সুবরণ

তুলসী।

নীলিম-গগন হৃদে রেখেছে ধরিয়া ;
ধন্য রে আকাশ তুই ! ধন্য প্রেম তব
ধর অঙ্গে প্রেমময় শ্যামের বরণ ;
তব রূপ হেরি' হায় ! মনে জাগে আশা
চঞ্চল মানব-দেহ ত্যজি অবহেলে
তব সনে মিশে যাই অনন্তের তরে,
শিখি মহাপ্রেম, গাহি মহাপ্রেম ভাষা।

ফেণময়ী নির্ঝরিণী পুলিনে বসিয়া
শুনি যবে দয়াময় ! তব প্রেমগান
গাহিছে গিরিজা শিশু আধ আধ স্বরে,
মনে হয় আমি কেন নববালা সনে
গাহিনা তোমার গুণ স্বভাব-ভাষায় ,
কিন্তু হায় ! সুচঞ্চল মানব-মানস
তব মহাপ্রেমধ্যানে হইতে মগন
ক্ষণে পারে আঁখিনীরে নির্ঝরে মিশাতে,
কিন্তু হায় ! একি দায় মুহূর্ত্তেক পরে
আবিল জঞ্জাল আসি' অশ্রুর উচ্ছ্বাসে
বাধা দেয়, হায় ! নর অজ্ঞানের দাস।
তটিনী-সৈকতে বসি উজান-সঙ্গীত
শুনি যবে, মনে হয় তরল-হৃদয়া

ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস।

সরল-ভকতিগীতি লহরীবীণায়
বাঁধি' গাহিতেছে তব প্রণয়সঙ্গীত
মাতোয়ারা তব মহাপ্রেম-সুধাতানে,
ইচ্ছা হয় ভেসে যাই সে সঙ্গীত সনে
ঝঙ্কারি' হৃদয় তন্ত্রী আলাপি' কোমল
গাহি সদা তব নাম—মহা প্রেমনিধি
হৃদয়ের ধন তুমি প্রাণের পুতলি।
উষোরাগে যবে হায়! প্রকৃতি জননী
রঞ্জিতবরণা, ভালে নীহার মুকুতা,
কূজিত বিহঙ্গ তানে সুকণ্ঠ সূচিত,
শ্বেত সমীরণ বাস পরি হাসি মুখে
সীমন্তে রকত বিন্দু পরি ভক্তি ভরে
অনন্ত কালের কর্ত্তা পূজেন তোমারে,
মনে হয় আমিও সেই জননীর সনে
জাহ্নবী-সলিল-সেকে পূত কলেবর,
রকত চন্দন বিন্দু পরিয়া ললাটে
অনন্ত প্রেমের ধ্যানে হইগে মগন;
কিন্তু হায়! ক্ষীণ দেহ দুর্ব্বল মানস
ক্ষণেকে ভুলিয়ে যায় পবিত্র বাসনা।
কেমনে পাইব তোমা' জানিনা হে হরি!

তুলসী।

দুখময় ভবকারা লঙ্ঘিব কেমনে
ভাবিয়া আকুল প্রাণ কাঁপে কলেবর।
এস দয়াময়! হৃদে, দুষ্ট রিপুগণে
সংযত কর হে প্রভো! কুমার্গে কখনো
যেন না যাইতে পারে লঙ্ঘিয়া বিবেক।
নিভৃত আলয়ে বসি আঁখি মুদি' যথা
গাহি তব গুণ গান মনের ভাষায়.
নয়নের নীরে যথা যায় গণ্ড ভাসি,
তেমতি এ ক্ষুদ্র নর ক্ষুদ্র প্রাণ লয়ে
উচ্চ আশা হৃদি হ'তে দূরে বিসর্জ্জিয়া
যেন তব গুণ গানে থাকয়ে মগন
চিরকাল, চিরকাল আঁখিনীরে ভাসি।

নবীন শিশু

এস রে নবীন শিশু আদরের কণা !
প্রীতি-প্রেম-মহানন্দে করিয়া বরণ
আয় রে কুটীরে তুলি, থাক হেসে খেলে
জননীর কোলে ফুটি' কমল কোরক।

মধুর অমিয়হাসি অধরে তোমার
থাকুক সতত, হৃদে কামনা-বিহীন
স্বার্থলেশশূন্য শত স্বরগের সাধ
উঠিয়া কাঁপাক তব ক্ষুদ্র দেহলতা।

কেন চাহ ঊর্দ্ধদিকে অনিমেষ-আঁখি,
অনন্ত আকাশ পানে কেন মাঝে মাঝে
প্রসারিছ সুকোমল কর, ধরিবে কি
অনন্ত গগন তব ক্ষুদ্র শান্ত হৃদে ?

কি দেখিছ ?—আভাময়ী অমর মুরতি,
অমর-কুসুম-সাজি হ'তে স্নেহ ভরে
রোপিলেন যিনি তব কমনীয় হৃদে
দয়া মায়া প্রেম আদি কুসুমের বীজ ?

থাক সুখে মাতৃকোলে ননীর পুতলি !
দিন দিন জননীর স্নেহসুধাধারা
লভিয়ে বাড়িতে থাক শশিকলা সম ;
সংসারের আধি ব্যাধি বিগ্রহ বিরোধ
কভু নাহি পশে যেন জীবনে তোমার।

কি হবে উপায়।

কোন পথে নাথ ! পাইব তোমারে
বলে দাও দয়াময় !
কি ব'লে ডাকিলে আসিবে হে তুমি
বলে দাও প্রাণময় !

আছ তুমি কাছে হেরি ফল ভোগে
মাঝে মাঝে পাই জ্ঞান,
যদি কোন পাপ মনে উপজয়
অমনি শাস্তি-বিধান !

কি হবে উপায়।

সাধু পথে থাকি শুধুই চলিলে
কি হবে এমন তা'তে,
(আবার) বলি যাহে সৎ নহে সব তাহা
বাছিলে অসৎও মিলে।

আহারে বিহারে প্রকৃতির কাজে
যাবে কি জনম চলি,
বৃথা খেলা লয়ে আর কত কাল
খেলিব আসল ভুলি।

কে তুমি কি রূপ জানিনা শুনিনা
বুঝি শুধু আছ তুমি,
শিখাও আমারে কেমনে তোমায়
ধরিতে পারিব আমি।

রাম শ্যাম গোরা তুমি কি তাঁহারা
মানব-আকার-ধারী,
কিম্বা ভক্ত তব তোমারে না পেয়ে
সাজায় এমন করি।

তাহা যদি হয় ভ্রান্ত সে ভকত
সাজানো তোমায় চায়,

তুলসী।

আতুর কাঙাল মূরত্তি তোমার
করুণা না কয়ে তায়।

ক্ষুদ্র পিপীলিকা জলেতে পড়িলে
যে তার বিপদ হরে,
সেই পূজে শুধু সাকারে তোমায়
অন্যে শুধু গোল করে।

তোমার মূরত্তি আঁকা চারিদিকে
তুমিই অনন্ত প্রাণী,
তুমিই জীবন তুমিই জগৎ
তুমিই অখিলবাণী।

এ সকল কথা বলিলে কেবল
কি হবে এমন তায়,
জাগাও স্বরূপ দেখি তব রূপ
কেমন সবার গায়।

(যেন) শ্মশানে গহনে হেরি মঠ তব
চণ্ডালে করি হে কোলে,
ভুলে যাই সব উঁচু নীচু জ্ঞান
সকলি তোমার ব'লে।

এস দীননাথ! জাগ হৃদি মাঝে
অনন্ত জ্ঞানের দাতা,
হও হে উজল যাক্ মোহ জাল
চিনি হে তোমায় পিতা।

স্রষ্টার পরিচয়।

যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে হেরি
অপূর্ব্ব জগৎ-সৃষ্টি মহিম-বেষ্টিত—
বিস্তৃত আকাশ শিরে—নিশায় যেথায়
জ্বলে শতমণি মাঝে লইয়া হীরক ;
নিরমিল কোন্ জন এ চিত্র উজল,
কে কৌশলী আছে ব'সে এ বিশ্বের মাঝে,
কাহার ইঙ্গিতে ফেরে গ্রহ উপগ্রহ
সৌর জগৎ বিশ্ব সমগ্র ভুবন,
কাহার আদেশে ফেরে অনল অনিল,
কোন্ শিল্পিশ্রেষ্ঠ হায়! করেছে সৃজন
অখিল জগৎ, তুমি জান কি মানব

তুলসী।

জান কি এ জগতের আদি কোন্ জন ?
সেই জন, যেই জন সৃজেছে তোমায়,
কৃপাময় যেই জন তোমার কারণ
স্নেহময়ী জননীর কোমল উরসে
পবিত্র অমৃত ধারা করেছে প্রদান,
শিশুকালে যেই জন তব হিত তরে
রেখেছেন সাজাইয়ে সরলতা ছবি
চারিভিতে যেথা তুমি ফিরাবে নয়ন,
সেই কৃপাময় যিনি তব হিত তরে
যৌবন-কুবৃত্তি হ'তে নিবারিতে তোমা'
রেখেছেন তব হৃদে বিবেক রতনে ;
সেই কৃপাময় বিশ্ব সৃজন-কারণ
জগতের সর্ব্বজীব প্রতি যাঁর দয়া
সতত বহিছে বিশ্ব প্লাবিয়া নিয়ত,
সেই দয়াময় হরি বিশ্ব-অধিপতি,
তিনিই সংসার সার অনাদি ঈশ্বর
পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ সত্য সনাতন,
তিনি জগতের আদি তিনিই নিধন
প্রণম মানব তাঁর পদকোকনদে।

সংসার চিত্র।

হায়!
মায়াময় রঙ্গালয় সংসারের কোলে
নিতি নব কতশত দৃশ্য অভিরাম :—
স্নেহময়ী জননীর অঙ্কে আধ হাসি
কভু আধ আধ বুলি স্বরগের ভাষা ;
শৈশবের সঙ্গিসনে সদা নৃত্য খেলা
কোমল হৃদয়ে শুধু ভরা সুধারাশি ;
পরে সুকুমার বাল্য-জীবন লইয়া
কভু " রাঁধিবাড়ি " খেলা পুতুলের বিয়ে
সহচরী-দলে মিলি, কভু বা কলহ,
কভু বা ভীতির স্থান বিদ্যার আগারে
শিক্ষকের রক্তনেত্র হেরিয়া আকুল
শৈশবের ধূলিখেলা বুঝি যায় ভাসি ;
কৈশোরের অর্দ্ধস্ফুট কুসুম-কলিকা
গলে শিক্ষাহার, শিরে বিনয়-ভূষণ ;
যৌবন-বিকচ-তনু—ফুল্ল সরোরুহ
পবিত্র প্রণয় হ্রদে, বাসনা মিলনে,

তুলসী।

পরিণয়-প্রেমডোরে জড়িত যুগল,
কর্ম্মক্ষেত্রে আগুয়ান নবীন্ উদ্যমে
ব্রত—সাধুপূজা সেবা স্বার্থ-বলিদান
প্রেমময়-গুণগান সজল নয়নে ;
প্রৌঢ়পট অচঞ্চল বিকার বিহীন—
সুবিমল-প্রেম-স্বচ্ছ-জীবন-দর্পণে
বিম্বিত অনন্তজ্যোতিক্ষীণরেখাকণা,
চম্পক-কোরক-সম তনয় তনয়া
সদা হাসিমুখে যেন স্বরগ-কুসুম,
বিমুক্ত ভাণ্ডার সদা নিঃস্বার্থ সেবায়,
জীবে শিবজ্ঞান, লক্ষ্য আমিত্ব-বর্জ্জন ;
জরাদৃশ্য সুনির্ম্মল, প্রশান্ত হৃদয়ে
ধ্যান সদা সে মূরতি নিত্য সনাতন,
কভু শান্ত জ্যোতিঃ পূর্ণঅনন্তে মিলাতে
শ্রম ঘোরতর, কভু সুষুপ্তি-সময়ে
আলো ছায়াময় দেশ পরিচিত যেন
হেরিয়া বিস্ময়ে ভয়ে বদনমণ্ডল
কভু বা কুঞ্চিত হায় কভু বা স্তম্ভিত।
শেষ দৃশ্য শান্তিময়—শ্মশান-প্রাঙ্গণে
চির শান্তি চিতামাঝে, সংসারের রোল

পশেনা শ্রবণে আর—নীরব সকলি
নীরব স্বজন বন্ধু শোকস্তব্ধ এবে।
মাতৃকোলে অবতরি খেলি কত খেলা
কত সুখদুখছবি দেখায়ে জগতে
চিতাবক্ষে শেষে জীব লভিলা বিশ্রাম।
আবির্ভাব তিরোভাব এই ভাবে কত
সহিবে অভাগা প্রাণী, শেষে পুণ্য-দেহে
মিশে যাবে চিরতরে শান্তিমাখা পদে
জ্যোতিষ্কণা জ্যোতির্ম্ময়ে মিশিবে আবার।

সূর্য্য।

পূরব গগন হইল ফরসা
কুঞ্জে কাকলী হ'ল,
পশ্চিম আকাশে ঢলিল চাঁদিমা
নিভিল জোছনা আলো।

তুলসী।

ডুবিল তারকা লুকালো জোনাকি
দয়েলে ছাড়িল শিস্,
নানা রকমের বিহঙ্গের গান
তাহাতে হইল মিশ্।

রকত বসন পরিয়া প্রকৃতি
পূরব দুয়ারে এলো,
সম্ভাষিতে তাঁরে বাজালো শঙ্খ
গৃহস্থরমণীকুল।

কাঞ্চন নির্ম্মিত থালা খানি সম
উদিল তরুণ রবি,
ভাগীরথী তীরে গায় দ্বিজ গান
হেরি' সে বিমল ছবি।

প্রণমি ভাস্কর বিশ্ব প্রসবিতা
নমি ওহে দিবাকর!
তব তেজ লভি চলে জীবগণ
তরু দেয় ফুল ফল।

তব আলো পেয়ে শশী দেয় কর
তারা মৃদু মৃদু জ্বলে,

সূর্য্য।

তব তাপরাশি লভিয়ে অনল
জগতে অতুল বলে।

অন্তরীক্ষে থাকি ওহে বিবস্বান্!
হের জীবগতিবিধি,
আছে কোন পথে পুণ্য কিম্বা পাপে
জ্ঞানোদয়ে যে অবধি।

তেজোময় তব হেরিয়া মুরতি
হৃদয় উথলি' আসে,
পড়ে তাঁরে মনে জ্যোতির্ম্ময় ধনে
যিনি তব হৃদে ভাসে।

পার কি বলিতে কিবা রূপ তাঁর
কেমন সে বিশ্বপাতা,
পাব বা কেমনে হৃদয়ে তাঁহারে
জুড়াবে প্রাণের ব্যথা।

বেদতত্ত্ব শ্রবণে।

ঘোরঘটা মেঘাবৃত ভীম নৈশাকাশে
মাঝে মাঝে ক্ষণপ্রভা বিজলী-হাসিতে
ভয়াবহ ঘোরতর হয়েছে আঁধার ;
পথহারা পান্থ এক সন্দেহ আকুল
বটবিটপীর মূলে বসি হায় ! কভু
কভু শান্ত গৃহস্থের উটজ-দুয়ারে
লভিয়া আশ্রয় ঘোরদুর্য্যোগরজনী
কাটাইল চিন্তাকুল উচাটন প্রাণে।
পরে বহু পুণ্যফলে দেখিল পথিক
যাইছে অপর কেহ প্রান্তর বহিয়া
করে ধরি' দীপ্তালোক নাশি' অন্ধকার ;
দেখি তাহা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল পথিক,
ধরিল তাহারে কহি' সকরুণ বাণী।
চলিল উভয়ে "মিথো বিশ্রম্ভ-আলাপে"
আরম্ভিল ক্ষণ-পরে দ্বিতীয় সুহৃৎ
নবীন প্রসঙ্গ কত, কত শান্তি-কথা,
দূরে গেল সব দুঃখ শ্রান্ত পথিকের,

আনন্দ-প্রবাহ কত বহিল হৃদয়ে ;
কিছুদূর অগ্রসরি' ঊর্দ্ধে নেহারিয়া
বুঝিল দুর্দ্দৈব নিশা অবসান প্রায়,
পূরব গগনে পুন হেরিল বিস্ময়ে
কোমল অরুণরাগ নয়ন-আরাম,
মাঝে মাঝে বিহঙ্গের নিদ্রাভঙ্গগান
করিল শ্রবণ, মৃদু অনিল-প্রবাহ
মুছি তরু লতিকার সিক্ত নতশির
পরশিল শ্রান্ত ক্লান্ত হৃদয় তাহার ;
হেরি এ বিমল দৃশ্য সঞ্জীবন-ভাব
আনন্দে গাহিল পান্থ ধরি উচ্চতান
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি গান।

বেদ দর্শনে।

সার্থক জনম আজি সফল জীবন,
হেরিলাম পুণ্যময় বেদ চতুষ্টয়—
ভগবদ্ বাণী সর্ব্ব-জ্ঞান-প্রসবিনী
সংসারের সর্ব্ববিদ্যা রতন আকর
জগতের আদি-গ্রন্থ সত্য দিবাকর।

প্রণমি তোমায় আজি জ্ঞান-কল্পতরো!
তোমা' পূজি এক কালে আর্য্য সুতগণ
বরেণ্য প্রণম্য ছিল জগত-মাঝারে;
তোমার আলোক হ'তে লভি ক্ষুদ্রকণা
মিশর আরব গ্রীস রোম আদি দেশ
সভ্য জ্ঞানা ব'লে সবে দেছে পরিচয়।
কোথা তুমি জ্ঞানরবি আর কোথা মোরা
অজ্ঞানের দাস অন্ধ কুহেলী-আবৃত;
মুখে বলি আর্য্যসুত ঋষি-বংশধর
কিন্তু হায়! ব্যবহার অনার্য্যের মত,
হিংসাদ্বেষ-ভরা হৃদি কপটী কুটিল;
মুখে বলি বেদ-শাস্ত্র মানি সবিশেষ

তুলসী।

ধবম করম সব কবি তথা মত,
কিন্তু হায়! বিপরীত বিধানে সকলই
চলিতেছি দলে দলে হাবায়ে বিবেক,
ধর্ম্ম বলি অধর্ম্মেব লইযা আশ্রয়
কণ্টকআবৃত পথে ধাইছি সতত
স্বার্থপর পাপমতি অন্ধ সাথী সনে

বেদরূপি পবমেশ! হওহে ভাস্বব,
অজ্ঞান তমসারাশি প্রচণ্ড কিবণে
নাশহে সত্বর, জ্ঞান কব উদ্ভাসিত;
পথভ্রান্ত ক্লান্ত পান্থ হেবি নব ভাতি
পাইবে সুপথ, যাবে মনের উল্লাসে
অনন্ত জ্ঞানেব দিকে—যথা সমাবেশ
হর্ষ শোক সুখদুঃখ অমৃত গবল।

আত্মকথা।

—:—

প্রশ্ন—

নরকের কীট তুই, কিবা অধিকার
ডাকিতে তাঁহারে—সেই শুদ্ধনিত্যধনে ;
পাপ বোঝা শিরে তোর, কামানল হৃদে,
ঈর্ষাদ্বেষ-ভরামন—এসকল লয়ে
কি সাহসে যা'স্ তুই আরাধিতে তাঁরে,
কেনবা বাসনা মনে হেরিবি তাঁহার।

উত্তর—

ঘোর পাপী সত্য আমি, কিন্তু ত্রাতা তার
আছেও তেমনি ; ভীষণ দারুণ ব্যাধি,
ঘোর তিক্ত আছয়েত ভেষজ তাহার ;
দয়ার সাগর যিনি পাতকিতারণ,
ডাকে যদি অন্ধ জীব হইয়া কাতর,
হবেন উদয় তিনি পাপাত্মার হৃদে,
মোহতম পাপরাশি করিবেন দূর
শুদ্ধ জ্ঞানালোক তার জাগায়ে অন্তরে।

সুখ কোথা।

বিদ্যার্থী মানব তুমি? বসি রুদ্ধাগারে
চারিধারে গ্রন্থরাশি—সাহিত্য গণিত
ভূগোল খগোল ন্যায় কাব্য রসায়ন
করি অধ্যয়ন কিহে মিটেছে পিপাসা?
গুরুপাঠে শীর্ণতনু গত অৰ্দ্ধআয়ু
জরাজীর্ণ দেহে হায়! কি ফল লভিলে?
যে আশায় উত্তরিলে পুস্তক প্রাচীর
অনশনে এত দিন, মিলেছে সে সুখ
চিরানন্দময় যাহা জীবন-আরাম?

নব্য সুশিক্ষিত তুমি! শিশুকাল হ'তে
পরীক্ষা-পেষণী যন্ত্রে করি হাড় গুঁড়া
হইয়াছ বিভূষিত উপাধি-ভূষণে;
কি শিখিলে কি জানিলে, মিটেছে কি সাধ—
যে সাধ কাঁপায় তব নবীন হৃদয়,
যার তরে বহে কভু হতাশের শ্বাস,
বদ্ধ কভু আঁখি-তারা নীলিম গগনে?

তুলসী।

ডুবিলে অগাধ জলে লভিতে রতন
শম্বুক মিলিল হায়! কপালের দোষে।

বণিক-রতন তুমি! আনিলে তরণী
নয়নরঞ্জন পণ্য সম্ভারে ভরিয়া,
কিনিলে বেচিলে কত, হ'লে লাভবান,
লয়ে গেলে কত ধন, ফিরিয়া স্বদেশে
গৌরবে তুলিলে শির ধনীর সমাজে;
লভেছ কি সে রতন অমূল্য অক্ষয়—
যার দেবতেজে অন্ধ কোহিনুর-বিভা,
যে রতন লভিবারে করিছ নির্ম্মল
হৃদয়-ভাণ্ডার তব বহুজন্ম ধরি?

ব্যবহারাজীব তুমি উন্নত শিক্ষিত
লভিতেছ বহু অর্থ সম্মান সহিত,
গৃহে ফিরি হেরিতেছ আনন্দ-প্রতিমা—
কুসুমকোরক গলে বাসন্তী বল্লরী
প্রেমময়ী দয়িতায় নব শিশু কোলে;
পেলে শান্তি? মিটিল কি হৃদয় বাসনা?
কিম্বা শুধু দিলে হবি জ্বলন্ত অনলে?

সুখ কোথা।

কোথা' সেই সুখ স্থির বিক্ষোভ-বিহীন
অনন্তের অনুভূতি পূর্ণানন্দময়!

সুখ যদি চাহ, তবে প্রবেশ ভিতরে
বাহ্য জ্ঞান রোধ করি, ভাব এক চিতে
নিত্যধনে প্রেমময়ে দয়াল নাথেরে;
ভাগ্যবান সেই যার আঁকা হৃদি-পটে
জীবনজুড়ান হেন চিরশান্তি ছবি!
তাহা যদি নাহি পার, কাঁদ অবিরল
স্মরি তাঁরে মনোদুঃখ করহ প্রকাশ,
ভেসে গেলে পাপরাশি নয়ন-সলিলে
জাগিবে নবীন রাগ নির্ম্মল হৃদয়ে।

রেখাশিল্পী।

ভীষণ জ্বলন্তমরু সৃজন যাঁহার
শান্তিময় "ওয়েসিস্" তাঁরই সৃজন,
নিদাঘের তাপ যিনি দেছেন ঢালিয়া
বরষার সুধাধারা দেন তিনি পুন ;
শত দুঃখশোক মাঝে ফেলিয়া মানবে
আবার দেখান্ তারে সুখ-শান্তি-ছবি।
নাহি সুখ নাহি দুখ হরষ বিষাদ
এক রেকাঙ্কন, ভিন্ন বরণে চিত্রিত,
মানবই চিত্রকর, আদি অঙ্কী তিনি ;
চিত্রকার্য্য হ'লে সাঙ্গ ক্ষীণ অঙ্করেখা
হ'য়ে ক্ষীণতর তাঁর অনন্ত কৃপায়
হইবে বিলীন, রত্ন হইবে নির্ম্মল
সরল উজ্জ্বল ; তাপ শৈত্য সুখদুখ
হবে সমগুণ, সবে সম-অনুভব।

* আশা ও ভরসা।

বাসনা অনল যবে শত জিহ্বাধ'রি
হুহু ক'রি জ্বলে মত্ত মানব-হৃদয়ে,
তখন আশার চিত্র কত শত শত
সেই বহ্নি শিখা হ'তে হইয়া উত্থিত
মোহিত করিয়া ফেলে চঞ্চল পরাণ,
অলীক সুখের স্রোতে ভাসে ক্ষুদ্রনর ;
কিন্তু পুন ক্ষণপরে প্রচণ্ড ঝটিকা
কোথায় উড়ায়ে ফেলে ইন্দ্র-জাল-পট
চূর্ণ হয় অট্টালিকা মান নিরমূল
ঘোর ঘন ঘটাজালে শঙ্কিত হৃদয়।
তখন সে আঁধারের কৃষ্ণ যবনিকা
ভেদ করি ধীরে ধীরে হাসি' মৃদু-হাসি
সৌম্য শান্ত প্রতিমূর্ত্তি ভরসা-জননী
শ্বেতবাস পরিধানা আভরণ হীনা
সুখ দুঃখ ভয়াভয় অমর্ষ উদ্বেগ

---

* "শিক্ষা ও সাহিত্যে" প্রকাশিত।

আশা ও ভরসা।

—সকলি পোড়ায়ে পুণ্য-ছাই-মাখা দেহে
আবির্ভূত হন দেবী সুধা-ভাণ্ডল'য়ে
ভয়াকুল তৃষাতুর মানবের তরে ;
ঘোর কম্প অগ্নি-বৃষ্টি অশনিগর্জ্জন
সংসার-সাগর-বক্ষে ঘাত প্রতিঘাত
কিছু না করিতে পারে তাহারে তখন ;
দ্বন্দ্বহীন উদাসীন হ'য়ে শান্তহৃদি
সে যায় সাগর পারে হাসিয়ে তখন
ভরসা জননী-পদ করিয়া আশ্রয়।

---

* আত্ম-প্রকাশ।

সাজিতে গুজিতে পুতুল খেলিতে
সারাটী জীবন গেল,
হাসিতে খেলিতে শুইতে বসিতে
সকল সময় নিল।

---

* "তত্ত্ব-মঞ্জরীতে" প্রকাশিত।

তুলসী।

আশার বাঁধন বাসনা দংশন
কিছুতে এড়াতে নারি।

মুখেতে নিষ্কাম কিন্তু কামে প্রাণ
আছে ভরা চুপে বুপে।
ইন্দ্রিয় দুর্জ্জয় মুখে বশ হয়
মজা কিন্তু রসরূপে।

অভিমান ভরা হৃদয় পাঁজরা
অপ্রিয় শুনিলে রাগ,
সম্মান রাখিতে চেষ্টা বিধিমতে
বাহিরেতে বীতরাগ।

ষড় রিপু মাঝে এই দ্বন্দ্ব আছে
এ বলে আমায় দেখ,
সবে অগ্নি-শিখা কেহ নয় ফিঁকা
(তাহে) বিষয় ঘৃতের সেক।

এই মূত্রমল দুর্গন্ধ সকল
আবরি' ভণ্ডামি ছালে,
সরল সুজন সাজিয়া কেমন
চলেছি নরক-জালে।

আত্ম-প্রকাশ।

আশা মিটাইতে আশা জুড়াইতে
সতত ঘুরিয়া মরি,
এ পশু জীবন করিতে বহন
কতই আনন্দ প্রাণে,
নরক সেবিতে কত সুখ চিত্তে
শয়নে স্বপনে ধ্যানে।

এরূপে জীবন হবে কি যাপন
বলহে দয়াল নাথ !
পাপ-পঙ্কে পড়ি দিয়ে গড়াগড়ি
সতত পিশাচ সাথ।

ভাবিয়া আকুল নাহি পাই কুল
এস ভব কর্ণধার !
শ্রীচরণ তরী দাও শির' পরি
আনন্দে হইগে পার।

হৃৎ পদ্মাসনে সদা সর্ব্বক্ষণে
ব'সে থাক দয়াময় !
পাপ চিন্তা এলে চাপি' পদতলে
কর প্রাণ নিরাময়।

নাহি পাই খুঁজি তোমা

ধূমাবৃত এক জ্যোতি অন্তর মাঝারে
উঠিত জাগিয়া, প্রাণ যাইত ভাসিয়া
বিমল বিভায়, বিশ্ব যাইত সরিয়া,
থামিত ইন্দ্রিয়ক্ষুধা ক্ষণেকের তরে,
হ'তো এক অনুভূতি—অবিরল সুধা।

মাঝে মাঝে হেন জ্যোতি অন্ধকার হ'তে
যেত দেখা, যেন তার প্রখর কিরণে
ভেঙ্গে যেত আঁধারের আবরণ রাশি,
ভাসিত ভাবুক নর নয়নের নীরে
গলিত আবিল রাশি কিছু কাল তরে।

দিন কত চলিল এ ভাব ; পরে হায়!
দেখিল নবীন পট করমের ফলে
বসন্ত-কাননে শ্যামপত্রের আড়ালে
মৃদুহাসি মালতীর নব জাগরণ,
দাঁড়াল সেখানে যুবা অনিমেষ আঁখি।

তুলসী।

বাড়াইল কর, পুন ফিরাইল ক্ষণে,
পুন বাড়াইল, এবে তুলিল কুসুমে,
ধরিয়া আদরে লয়ে গেল নাসা-কাছে
সম্ভোগিতে নবজাত পরিমল-সুধা;
শোভিতে দিল না তারে কাননের কোলে।

দিন দিন আবরণ বাড়িতে লাগিল,
নিভে গেল যেন জ্যোতি আঁধার সাগরে;
বেড়ে গেল বাহিরের আলো অপরূপ,
হ'লো কত কিরণের খেলা—আলোছায়া
কভু ইন্দ্রজাল কভু মরীচি-কৌতুক।

ভাঙ্গিলে স্বপন পরে মেলিয়া নয়ন,
দেখিল নাহিক জ্যোতি, শত আবরণ
ঢাকিয়াছে তার শুভ্র কিরণের ছটা,
স্তরে স্তরে তমোরাশি গ্রাসিছে হৃদয়—
ডুবে বুঝি হোমশিখা ভস্মরাশি মাঝে।

ভয়াকুল নর এবে কম্পিত পরাণে
ডাকিতে লাগিল—এস কোথা পুণ্য আলো!

নাহি পাই খুঁজি তোমা।

ভীষণ তামসরাশি অপসারি' দূরে
নিরমল জ্যোতি তব দেখাও আবার,
ঢাল পুন সুধাধারা তৃষিত জীবনে।

জাগ জ্যোতি পুণ্যরবি! হৃদয়-গগনে
মায়ামোহ-প্রহেলিকা ছিন্নভিন্ন করি
ঢালি' চির জ্ঞানালোক থাক সমুজ্জ্বল,
ভীষণ আঁধার রাশি আর যেন কভু
নাহি গ্রাসে তব পুণ্য উজল কিরণ।

প্রার্থনা।

-:(:—:):-

মিছে কাজে কতদিন গিয়াছে চলিয়া,
এখনও সেই ভাব, চলিবেও পুন,
অনিত্য বিষয় কাজ—উদর-পোষণ
জ্বালামুখ-বাসনাপূরণ, স্বার্থলাভ
যে বৃথা করমে—হাসিকান্না সুখদুখ-
এই সব বোঝা লয়ে গেল কতদিন ;
নিতুই বাড়িছে বোঝা দেহ বোঝা'পরে,
এইরূপে ভারাক্রান্ত হৃদয়-পঞ্জর
কোন দিন ভেঙ্গে যাবে বহিতে বহিতে ;
তাহাতেও ক্লেশরাশি যাবেনা যাতনা ;
নতদেহ স্পর্শমাত্র·কাতর শরীরে
আবার আসিতে হবে ভার বহিবারে ;
এই কি তোমার ইচ্ছা, অনুমতি তব ?
পিতা তুমি, তা ব'লে কি তনয়ের প্রতি—
হোক্ না সহস্র দোষী চরণে তোমার—
দারুণ আদেশ হেন কঠোর শাসন ;
কে তুমি কেমন পিতা দেখি নাই কভু

তুলসী।

জানি শুধু তুমি পিতা তনয় আমরা ;
করেছ কি নির্ব্বাসিত তব রাজ্য হ'তে
চির-তরে, কিম্বা ঘোর পাতকী বলিয়া
ত্যজিয়াছ হেন ঘোর সঙ্কট-সাগরে ?
পিতা তুমি তব আজ্ঞা লইব মাথায়,
ত্যজিব জীবন তব নিদেশ মানিতে ;
একমাত্র সাধ পিতঃ জানাই তোমায়—
গুরুভারে ক্লান্ততনু মুছি স্বেদজল
বসিব কুটীরে যবে রাখি' ক্ষণতরে
ভাররাশি, অনুনয় চরণে তোমার
ভারের ভাবনা যেন না থাকে তখন ;
তোমার মোহন নাম গাহিয়া অন্তরে
জানাইতে পারি যেন হৃদয়ের ব্যথা,
পিতঃ পিতঃ ব'লে যেন আকুল পরাণে
ডাকিতে পারি হে তোমা' বারেক দিবসে
মনঃপ্রাণ মিশাইয়া তোমার চরণে ;
তব নামে হৃদিতন্ত্রী কাঁপিবে যখন
অনন্ত হৃদয়ে তব যাবে সে ঝঙ্কার,
কে না জানে পিতা পুত্র অভিন্ন-হৃদয় ?

তোমাকে চাই।

তোমাকে চাই হে তোমাকে চাই,
জানিনা ধ্যান বুঝিনা জ্ঞান
জানিনা ভক্তি চাহিনা মুক্তি
তোমাকে চাই হে তোমাকে চাই।

তোমাকে পাব হে তোমাকে পাব,
কোথায়ও যাবনা এখানেই র'ব
শুনিব না কিছু অটল রহিব,
তোমাকে পাব হে তোমাকে পাব।

তুমি হে আমার, আমি যে তোমার,
কেমনে রহিবে কেমনে ভুলিবে
কেমনে এড়াবে কেমনে পলাবে
তুমি হে আমার, আমি যে তোমার।

দিতে হবে দেখা আসিতেই হবে,
লাগিবে টান ঘুচিবে মান
ক্ষমিবে দোষ যাইবে রোষ,
দিতে হবে দেখা আসিতেই হবে।

তুলসী।

সকলই তুমি তুমিহে সব,

তুমি ইষ্ট-দেব তুমিই দেবতা

তুমি বেদ পাঠ তুমিই সবিতা,

সকলই তুমি তুমিহে সব।

তোমাকে বুঝি হে তোমাকেই শুধু,

বুঝিনা পূজা বুঝিনা জপ

বুঝিনা যোগ বুঝিনা তপ,

তোমাকে বুঝি হে তোমাকেই শুধু।

সব লও তুমি সবই লও,

দেখাও কেবল কেমন তুমি

বল হে কি ব'লে ডাকিব আমি,

সব লও তুমি সবই লও।

তোমাকে চাই হে তোমাকে চাই,

জানিনা ধ্যান চাহিনা জ্ঞান

জানিনা ভক্তি চাহিনা মুক্তি,

তোমাকে চাই হে তোমাকে চাই।

সমাপ্ত।

চন্দন।

ভারতী।

পঙ্ক মুছিয়ে ফেল মা !
(মম) হৃদয়-কমল হইতে,
মলিন আসনে পারিবে না
চরণ দুখানি রাখিতে।

গলিত দলিত শৈবাল
আবরি' রেখেছে কমলে,
ক্ষীণ মলিন মৃণাল
কীট করাল-কবলে।

চঞ্চল চিত, ছিঁড়েছে "তার"
মধুর ঝঙ্কার হয় না মা !
বাঁধ মা ! তাহা, করমা "সেতার",
চরণপরশে বাজাও মা !

ভারতী।

সারদে জ্ঞানদে ! জ্ঞান দে—
যে জ্ঞানের তরে পিপাসা এত,
সেই তৃষা মাগো মিটায়ে দে—
যাহে কণ্ঠতালু কাতর এত।

অমল-বরণ-পুণ্য-কিরণে
মানস-আঁধার কাটিয়ে দাও,
প্রেম-জড়িত-কমল-চরণে
মায়ামোহ কালি মুছায়ে লও।

কোমল কর কপালে বুলায়ে
এঁকা বেঁকা রেখা মুছায়ে দে,
দয়াময়ি মা ! ইঙ্গিত করিয়ে
সোজা পথটীকে দেখায়ে দে।

শক্তি তড়িৎ উঠুক চমকি
(তব) করুণা-শকতি পাইয়া,
ব'য়ে যাক্ সদা ক্ষুদ্র দেহ ঢাকি'
ধমনী শিরায় খেলিয়া।

চন্দন।

দুর্ব্বল কাঙ্গাল তাপিত পীড়িত,
কি দিয়ে পূজিব কি আছে মা!
শুধু নেত্র-নীরে চরণ ধৌত
করিব করুণাপ্রতিমে মা!

নমঃ নমঃ শত সহস্র নমঃ,
কোটী প্রণিপাত চরণে তব,
উর মা বরদে! হৃদয়ে মা!
জীর্ণ জীবন কর মা! নব।

———

সারথী।

—(❋)—

কোন্ দূর দেশে আছ বসি নাথ!
সমগ্র জগত ধরিয়া,
কোন নিরজনে অজানা ভুবনে
রয়েছ সজাগ হইয়া।
অনল অনিল ভূধর সাগর
শ্রীচরণতলে ছুটিছে,
তটিনী প্রান্তর নগর কানন
দলে দলে কত লুঠিছে।
ক্ষুদ্র কীট হ'তে দেবতা দানব
দিয়েছ খেলিতে ছাড়িয়া,
সবাকার "রশি" ধরি' বাম করে
রয়েছ সারথী হইয়া।
কেহ না সরিবে কেহ না পলাবে
তোমার বাঁধন ছিঁড়িয়া,
আসিবে যাইবে যাইবে আসিবে
নূতন নূতন খেলিয়া।

এ বাঁধন তারা নারিবে কাটিতে
নাচিবে খেলিবে ঘুরিয়া,
সবার হৃদয় তব হৃদি সনে
দিয়েছ যে নাথ! বাঁধিয়া।
জল ধূলি কণা জমিলে সে "তারে"
তথাপি যাবেনা ছিঁড়িয়া,
তব প্রেম-টানে মল-আবরণ
কোথায় যাইবে খসিয়া।
হইবে ঝঙ্কার তড়িত খেলিবে
নড়িবে হৃদয় সভয়ে,
ভাতিবে বিবেক মজিবে সে "তারে"
রাখিবে উজল করিয়ে।
সেই টান্ যেন সদা থাকে নাথ!
হে সখে জীবন-সারথি!
জীবনে মরণে আলোকে আঁধারে
পাই যেন বিভো! সুগতি।

গোপীর প্রেম।

শরতের চাঁদ হ'তে সুধার নির্ঝর
অবিরল ধারে কিবা ঝরিছে জগতে,
রজতমণ্ডিত শৈল পাদপ নিচয়,
নিকুঞ্জ কাননে আলোআঁধারের খেলা,
চাঁদের কিরণ কাল যমুনার জলে,
তমাল পিয়াল স্নাত জোছনা সলিলে,
মন্দ মন্দ সমীরণ কুহু মাঝে মাঝে—
পরমা প্রকৃতি আজি হেন উপচারে
রসবতী মধুমতী প্রেমিকা নায়িকা
ঢল ঢল প্রেমপূর্ণ ফুটন্ত হৃদয়ে
নীরবে গম্ভীরে যেন পরম পুরুষে
করিতেছে পূজা পদে ঢালি' প্রাণমন।
সেই প্রেমপূজা হেরি' গোপিকা সরলা
সরল নির্ম্মল পল্লী-প্রেম-পারিজাত
ফুটাইয়ে অনাবিল হৃদয় কাননে

নেত্র হ'তে অবিরাম ঢালি' ভাবরস
ডাকিছে আকুল প্রাণে—"এস প্রাণসখে
জীবনসর্ব্বস্ব নাথ হৃদয়ের ধন !
লাজ কুল শীল মান দিয়েছি সঁপিয়ে
ভুবনমোহন তব চরণ সমীপে ;
এস প্রাণ বঁধু ! তব প্রণয় সাগরে
অবলার প্রেমতরী লহ ভাসাইয়ে,
ডুবে যাক্ সংসারের অসার বাসনা
ব'য়ে যাক্ রসস্রোত ঝলকে ঝলকে।"

বিরহ ও মিলন।

—ঃ(✲)ঃ—

[৺পুরীধামে গুরুগতপ্রাণা জনৈকা ভক্তরমণীর মহাপ্রেমিক সিদ্ধ গুরুদেব অকস্মাৎ অন্তর্হিত এবং পরে আবির্ভূত হইলে রমণীর তৎকালিন অবস্থা অবলম্বনে লিখিত।]

এ কি কথা শুনি আজি, প্রাণ ফেটে যায়,
জীবন-সর্ব্বস্ব মম হৃদয় পুতলি
কোথা গেলে অকস্মাৎ, শোক সিন্ধুনীরে
অভাগীরে ভাসাইয়ে কোথা গেলে নাথ!
আর যে সহিতে নারি অদর্শন তব—
শেলসম বাজিতেছে মরমভিতরে;
অসহ্য বিরহবহ্নি জ্বলিয়া প্রবল
পশি' বেগে হৃদয়ের পরতে পরতে
ঝলসি' দিতেছে তীব্র উজ্জ্বল শিখায়;
আপাদ মস্তক ব্যাপি' কঠোর যন্ত্রণা
সর্ব্বাঙ্গের শিরাজাল টানি' বক্ষোমাঝে

চাপিতেছে হৃৎস্পন্দ, রোধি' কণ্ঠশ্বাস ;
কি ব'লে জানাব নাথ ! বেদনা ভীষণ,
অন্তর্যামী তুমি প্রিয় ! জানিছ সকল ;
করুণাকোমল তব হৃদয় মাঝারে
পশিছে না এ বিষম যাতনার কথা !
অশ্রুবিন্দু হেরি যাঁর শুকাইত মুখ
সে হৃদয় কেন আজ এতই নিঠুর।
আর কাঁদাওনা নাথ ! হইয়ে নিদয়,
ছলনা সাজেনা তব সরল পরাণে,
দেখা দাও দেখা দাও দেবতা আমার।
সত্য বটে আছ তুমি হৃদয় জুড়িয়া,
চির শান্ত কান্ত তব বিমল মুরতি
শীতল জোছনা রাশি ঢালিছে সেথায় ;
কিন্তু নহি তৃপ্ত নাথ ! হেরি সে মুরতি,
না চাহি হেরিতে তাহা অন্তর-নয়নে ;
শিব শান্ত পূর্ণতত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময়ে তোমা'
দেখুক ধেয়ানী যোগী নয়ন মুদিয়া।
আমি চাহি শুধু তোমা',—মাধুরীজড়িত
লাবণ্যমাখান তব ঢলঢল রূপ,

বিরহ ও মিলন।

স্নেহভরা আঁখি, পদ্মপলাশ-লোচন
মধুর হাসির রেখা অধরের কোণে,
উদ্বেলিত-প্রেমসিন্ধু-হৃদয়ের তব
অফুরন্ত ভালবাসা অনন্ত করুণা।
জানিনা কি অপরাধ করেছি চরণে—
তাই হে লুকালে নাথ! দেখিতে দেখিতে,
না বুঝি কি লীলা তব হে শঠ কপট!
সম্বর এ মর্ম্মভেদী লুকাচুরি খেলা;
কর কৃপা অবলারে, দাঁড়াও সম্মুখে,
মোহন মুরতি পুন দেখি প্রাণ ভরি।

* * * * * *

একি স্বপ্ন, ছায়াবাজি কিম্বা প্রহেলিকা!
ঐ যে দাঁড়ায়ে তুমি সাগরের তটে,
মূর্ত্ত স্থির সিন্ধু যেন উঠি উপকূলে
হেরিতেছে নিজ ভীম ঊর্ম্মি-আস্ফালন।
এস এস প্রাণবঁধু! দেখিহে চাহিয়া
কি ভীম আবর্ত্তে হৃদি হ'তেছে কাতর,
কি বিশাল শোক স্রোতে ভাসিছে পরাণ;
এস নাথ! রাখি হৃদে, জুড়াই বেদনা

চন্দন।

দগ্ধ প্রাণ করি শান্ত অমিয় পরশে ;
পথ-শ্রমে ক্লান্ত তনু ব'স বক্ষ'পরে,
কেশগুচ্ছ দিয়ে তব চরণ মুছাই,
কিম্বা, কঠিন তাহা ব্যথা হবে পদে,
রসনার অগ্র তব চরণে বুলাই।
অভাগীরে যে বন্ধনে বেঁধেছ দয়াল!
জটিল—জড়িত তাহা নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
বাসনা—ছিড়িতে যদি সে দৃঢ় বন্ধন
নির্ম্মম পাষাণ হ'য়ে এ হেন অকালে,
জেনো নাথ! সেই সনে শেষ শ্বাস মম
বাহিরিবে সে বন্ধনে আলিঙ্গন করি,
ক্ষীণস্বরে তব নাম গাহিতে গাহিতে।

বৈষ্ণবী।

(একটী সত্য ঘটনা শ্রবণে)

কেমন সুন্দর তিনি প্রাণেশ আমার—
হৃদয়ের গুপ্ত কোণে রাখিয়া তাঁহারে
হেরি সদা চাঁদ মুখ দিবস যামিনী ;
একটী মধুর কথা শুনিলে তাঁহার
প্রাণ যেন ভেসে যায় তাঁহার চরণে ;
এক কণা প্রেম নাই মোর ক্ষুদ্র বুকে
দিতে পারি যাহা সেই প্রেম পারাবারে।
কতই যতন তিনি করেন আমায়—
কত প্রেম কত স্নেহ কত ভালবাসা,
কত হাসি সুধামাখা মধুর বচন,
কতই সোহাগ কত প্রেমসম্ভাষণ।
এই যে আছেন তিনি হৃদয় জুড়িয়া
ঢালিয়া অমিয় ধারা পরতে পরতে
শীতলিয়া প্রাণ মন প্রেমানন্দ নীরে।

* * * *

না-না-না কেবলে তিনি এতই দয়াল
সরল প্রেমিক বর কোমল হৃদয় ?
বড়ই নিঠুর তিনি কঠোর পরাণ,
নির্ম্মম নির্দ্দয় সে যে শঠচূড়ামণি,
কাঁদানো তাঁহার খেলা জ্বালানো স্বভাব
নির্দ্দয় মরমঘাতী পাষাণ হৃদয়।
না চাহি হেরিতে তাঁরে, রব একাকিনী
নির্জ্জন গহন বনে, যেথা তাঁর নাম
পশিবে না একবারও শ্রবণে আমার,
একে একে তাঁর কথা যাইব ভুলিয়া।

*　　*　　*　　*

এই ভাবে নিজমনে কত কি বলিছে
অপূর্ব্ব বৈষ্ণবী এক বৃক্ষ তলে বসি
কভু হাসে উচ্চরবে, কভু কাঁদে খেদে,
কভু রোষ-ভোরপুর লোহিত বয়ানে
চেয়ে আছে একদিকে ভ্রুকুটি-নয়নে,
কভু অভিমান ভরা ছলছল আঁখি
নিবদ্ধ ভূমিতে, কভু সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে
ধ্বনিত দিগন্ত যেন কম্পিত পল্লব,—

বৈষ্ণবী।

প্রেমের তরঙ্গ ছোটে সমীর হিল্লোলে,
উন্মাদ-নর্ত্তন কভু প্রেমে আত্মহারা—
ঘর্ম্মাক্ত-রোমাঞ্চ-দেহ, শ্লথ কেশপাশ,
বদ্ধ ঊর্দ্ধে আঁখিতারা, উত্তোলিত বাহু ;
দর্শক-রমণী-কণ্ঠ কভু জড়াইয়া
বলিছে উন্মত্ত প্রাণে গদ গদ ভাষে—
"কি সুন্দর প্রাণনাথ হৃদয়মোহন" ;
কভু বউ সাজি লাজে মুখ আবরিয়া
ধীরে ধীরে গিয়া তার কানের নিকটে
টিপি টিপি বলিতেছে হাসি' মৃদু হাসি
"আসিবেন আজ তিনি দাসীর কুটীরে,
দিও বেঁধে কেশ মোর ভগিনী আমার" !

দর্শক রমণী কহে "তুমি তো বিধবা
বহুদিন হারায়েছ পতিরে তোমার,
তবে একি বল- তব আসিবেন পতি"।
অধীরা বৈষ্ণবী কহে "শুনলো ভগিনি !
নহি যে বিধবা আমি, গোর প্রাণসখা
আছে যে গো বসি প্রাণে দিবস যামিনী,

উঠিছে তাঁহার নাম হৃদয়স্পন্দনে,
রয়েছে তাঁহার রূপ মানস জুড়িয়া ;
সত্য বটে শিশুকালে অজ্ঞান যখন
এসেছিল একজন ধরেছিল কর
জোর করি বরমাল্য নিয়েছিল কেড়ে,
আমি যে অবলাবালা দুর্ব্বল তখন,
বলাৎকার সে যে, ওগো নহে পরিণয়,
একবিন্দু প্রেম তাহে ছিলনা কখন ;
মহাপ্রেমসিন্ধু স্বামী পেয়েছি এখন—
তাঁহার উদার বক্ষে পাতিয়া অঞ্চল
আনন্দে কাটিছে কত জোছনা-রজনী ;
ব'লোনা ব'লোনা দিদি ! আমারে বিধবা
পূর্ণধবা আমি সাধ্বী সতী সীমন্তিনী।

* * * * *

বলিতে বলিতে বামা চলিল ছুটিয়া
গহন অরণ্যপানে, যাইতে যাইতে
বলিছে আকুল রবে "ঐ বাঁশী বাজে
সুমধুর উচ্চরবে বন মুখরিয়া,
পাগল করিল মোরে, ডাকিছে আমায়,
ঐ যে নূপুর বাজে রুনু ঝুনু ঝুনু—

বৈষ্ণবী।

তুলিছে তরঙ্গ শত মানস-সলিলে,
নাচিছে হৃদয় তন্ত্রী সে মোহনতানে;
দাঁড়াও দাঁড়াও বঁধু-পরাণের রাজা,
এই যে চলেছি আমি-বড় দেরী হ'লো,
নারীর চরণ মোর অলস দুর্ব্বল,
কতই ডাকিছ তুমি প্রেমের সাগর,
কত ক্লেশ হ'লো তব, ক্ষম অপরাধ,
তুমি যে দয়াল নাথ অবলার প্রতি।
পাইয়া নির্জ্জনে তোমা' পরাণ ভরিয়া
নেহারিব চাঁদমুখ, লক্ষ লক্ষ চুমি
চাঁদের জোছনা আমি লইব ছিনিয়া,
শীতলিব প্রাণমন পিয়ে ভোরপুর
অমিয় 'সরাব' হ'তে অমৃত কলস"।

* * * *

এই ভাবে তিনদিন গেল যে কাটিয়ে,
ফিরে এলো জ্ঞান পুন স্বভাবের বশে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ এবে হইল বামার;
এলো অভিমান, সে যে যাবেনা ভিক্ষায়,
মরিবে সে অনশনে প্রাণনাথ বলি',
দেখিবে সে আসে কিনা তার গুণনিধি

সত্য সত্য ল'য়ে করে প্রসাদ-খাবার ।

*　　　*　　　*　　*

দ্বিপ্রহর বেলা, বামা ছল ছল আঁখি
রয়েছে নিশ্চল দৃষ্টি বনপথ পানে,
"ওই বুঝি এল সখা, ওই বুঝি এল
যতনে খাবার লয়ে প্রীতি-মাখা করে,
ওই বুঝি আসে মোর সোহাগের নিধি" ;
দেখিতে দেখিতে বামা সত্য যে হেরিল—
দীর্ঘশ্মশ্রু দীর্ঘকায় যবনের বেশে
আসিছে কে যেন হাতে লয়ে অন্নথালা ;
দ্রুতবেগে আসি, পাত্র রাখিয়া সম্মুখে
দেখিতে দেখিতে সে যে হ'ল অন্তর্দ্ধান,
একটীও কথা নারী নারিল কহিতে ;
বুকভরা কথা তার রহিল যে বুকে ;
কাঁদিয়া আকুল প্রাণে কহিছে রমণী—
"কি নিঠুর আমি আজি, ঘোর স্বার্থপর,
এত ক্লেশ দিনু তোমা খাবার আনিতে,
কতই লেগেছে ব্যথা কোমল চরণে
আসিতে কণ্টকাকীর্ণ বন ভূমিপথে ;
ছিছি লাজ নাই মোর, রমণী হইয়া

বৈষ্ণবী।

রমণীর মুখে কালি দিনু আজি আমি ;
এতই কোমল কিগো পরাণ তোমার—
পাছে তব সোহাগিনী মরে অনশনে
আসিলেগো লয়ে নিজে দুর্লভ প্রসাদ ;
এস প্রাণবঁধু, যদি এত ভালবাস
গুণহীনা প্রেমহীনা দাসীরে তোমার,
এস তবে প্রাণনাথ ! বসি কোলে তব
খাইব পরমানন্দে, খাওয়াইবে তুমি
নিজহাতে, সুধামাখা হইবে প্রসাদ ;
আমিও রহিব পড়ি চরণে লুঠিয়া
চিরতরে, আর নাহি উঠিব কখন।

———

সাধুর দীনতা।

(স্থান—পদ্মাতীরে একমহাপুরুষের আশ্রম)

দ্বিপ্রহর বেলা প্রায়, নীল সমুজ্জ্বল
বাসন্ত গগনে রবি স্থির দাঁড়াইয়া
বরষিছে খরকর আশ্রম প্রাঙ্গনে,
উন্মত্তা তটিনী পদ্মা তট কাঁপাইয়া
চলিছে ভীষণ রঙ্গে তরঙ্গ খেলায়ে,
নীরব নিথর রহে আশ্রম পাদপ—
শুনিছে দাঁড়ায়ে যেন প্রেমসিন্ধু নাম—
সত্যনাম, সমুদ্গীত হইতেছে যাহা
দুচারিটী ভক্ত কণ্ঠে নির্জ্জন কুটীরে।

বাজিছে মৃদঙ্গ মৃদু মূর্ত্ত ঐক্যতানে,
ভক্তকণ্ঠে সমস্বর কিবা সুমধুর,
কিবা তালে তালে নাচ মৃদু করতালি,
ঊর্দ্ধ আঁখিতারা কিবা কদম্বিত দেহ,
স্বেদধারে সিক্তধরা পূত ভক্তপদে ;

সাধুর দীনতা।

বহুল দর্শক ভক্ত অতৃপ্ত নয়নে
চেয়ে আছে স্পন্দহীন গবাক্ষের পথে,
ক্ষুধা নাই, তৃষা নাই, নাহি ক্লান্তি ক্লেশ,
অভিনেতা-শ্রোতা যেন নাম-মদিরায়
আত্মহারা সবে প্রেমরসে নিমগন।

শুদ্ধসত্ত্ব নিরমল দয়ার মানুষ
হেমাঙ্গ-লাবণ্য-লীলা খেলায়ে চৌদিকে
আবির্ভূত কোথা হ'তে সহসা সেথায় ;
বলিলেন "অতীত যে দ্বিপ্রহর বেলা,
বন্ধ কর নামগান, চল সবে মোরা
করিবারে স্নান লয়ে নিজের পাদুকা,
উত্তপ্ত পদ্মার চর দহিবে চরণ"।
গুরু-আজ্ঞা শিরে ল'য়ে ভক্তসঙ্ঘ এবে
অগ্রে করি গুরুদেবে চলিল সিনানে
ফুল্লমনে ধীরে ধীরে, গুরু-প্রাণ সবে।

সমাপিয়া স্নান গুরু কহিলা সবারে—
"মোর এক আছে সাধ শুন ভ্রাতৃগণ!
পুরাও দীনের ইচ্ছা, ক'রোনা নিরাশ ;

রাখ একে একে পদ এই শিলা'পরি
ধোয়াব যতনে আসি নিজে জল লয়ে,
সেই পাদোদক শিরে দিব ভক্তি ভরে,
মুছায়ে চরণ সব মম আর্দ্রবাসে
পরায়ে দিব যে আমি পাদুকা সবার ;
বড় ভালবাস মোরে দীনহীন ব'লে,
তেঁই এ প্রার্থনা মোর করহে পূরণ" ।

শুনি এ দারুণ অজ্ঞা ভকত মণ্ডলী
চাহি' পরস্পর পানে রহিলা নীরব,
কাঁপিতে লাগিল কেহ, কেহ বা কাঁদিল,
দীর্ঘশ্বাস কেহ ফেলে, কেহ জপে নাম ।
কোমল কঠোর গুরু বাসনা তাঁহার
করি পূর্ণ, জোড়করে কহিলেন সবে
মৃদুভাষে ধীরে ধীরে ছলছল আঁখি ।

"জানিনা কি দেখে ভালবাসেন এমন,
কোন গুণ নাই মোর অতি অভাজন,
সাধু আপনারা, তাই সাধুর হৃদয়ে
সকলই সাধুর মত হয় যে ফলিত ;

আত্মনিবেদন।

পরম পিতার পদে একান্ত প্রার্থনা—
এই ক্ষুদ্র হৃদে যেন সবার হৃদয়
ধরিতে পারি গো আমি, সবার মঙ্গল
তাঁর পদে নিশিদিন জানাইতে পারি,
লয়ে শিরে সকলের আপদ বালাই
মরিতে পারিগো যেন হাসিতে হাসিতে

আত্মনিবেদন।

—ঃ(✿)ঃ—

জীবনের অপরাহ্নে জাহ্নবীপুলিনে
নীরব নির্জ্জন দেশে বসিয়া একাকী
ভাবিছে আকুল নর, অশ্রুসিক্ত আঁখি-
নিস্পন্দ নিবদ্ধ নীল তরঙ্গ উপর।

বৃথামোহে বৃথাকাজে গেল এতদিন,
জর্জ্জরিত তনুমন ইন্দ্রিয়-সেবায় ;
শুদ্ধ-প্রেম-নিধিসঙ্গ লভিয়াও হায় !
এখনও নিমগ্ন মন কামিনী-কাঞ্চনে।

যতক্ষণ সাধুসঙ্গ ততক্ষণ মন
জগতের পরপারে রহে স্থির ধীর ;
সে সুসঙ্গ ছাড়ি' যবে প্রবেশে সংসারে,
অনলের শিখা মাঝে পড়য়ে আবার।

দিবসের গুরুভারে ক্লান্ত জীর্ণ তনু
সন্ধ্যায় চিন্তয়ে যবে শ্রীগুরু-চরণ,
শতচিন্তা গ্রাসে তারে পাইয়া নির্জ্জনে,
সুপ্ত চিন্তা কত শত হয় নবীভূত।

কি হবে উপায় নাথ ! বলে দাও মোরে,
কেমনে লভিবে দাস সাধনাসম্পদ,
কেমনে হেরিবে তব স্বরূপ সুন্দর,
ভাসাইবে প্রাণমন প্রেম-পারাবারে।

ভক্তের বিশ্বাস—তুঁহু পাতকীতারণ
দীন দয়াময় দেব সন্তানবৎসল ;
এ দুর্ব্বল পুত্র কিগো রহিবে পড়িয়া,
কাটাইবে এ জনম ভাসি' আঁখিনীরে !

গৃহীর সাধনা।

প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া নবীন সাধক
চলিছে বাজারপানে গাহি গুণ্‌গুণ্‌
নিজমনে সত্যনাম, আবেশজড়িত
ছলছল আঁখি দুটী নিরখিছে কভু
শ্যামল-প্রান্তর-শোভা পথের দুদিকে।
বেগুণ রাঙ্গালু উচ্ছে কিনিয়া কিঞ্চিৎ
সজিনার ডাঁটা যেথা গেলা সেইদিকে ;
ইচ্ছা—ইষ্টে শুকুতার ঝোল নিবেদিয়া
প্রসাদ লইবে কিছু মনের আনন্দে।
দু পয়সার কিনি' ডাঁটা দাম দিতে গিয়া
দেখে এক আনী মাত্র আছয়ে তাঁহার,
পসারীও সবে মাত্র এসেছে বাজারে,
কিছুও বিক্রয় তার হয়নি এখন ;
না ভাবিয়ে কিছু, তারে দিলা সেই আনি,-
দুঃখী বৃদ্ধ সে যে তার ছিন্ন জীর্ণবাস।

চন্দন।

আসি ঘরে ঘরণীরে বলিল হাসিয়া
শুকুতা রাঁধহ আজি ঠাকুরের তরে।
সংযতা সুশীলা বালা মনের হরষে
রাধিলা শুকুতা কিবা সুন্দর সুরভি।
পূজি' ইষ্টে ভোগ দিয়া লইলা প্রসাদ,
ব্যঞ্জন অমৃত আজি দেব-নিবেদনে।

আহারান্তে গেল চলি কর্ম্মক্ষেত্রে নিজ,
তুষি' প্রিয় সম্ভাষণে সহকর্ম্মিগণে,
ললাটের স্বেদপাতে সাধি' নিজকাজ
ফিরিল কুটীরে হাসিমুখে দিবাশেষে।

গৃহে পশি দেখিলেন প্রেয়সী তাঁহার
ধীরে সম্মার্জ্জনী দিয়ে গৃহকোণগুলি
করিছেন পরিষ্কার, ছুটিছে পলায়ে
নিরীহ মাকশাগুলি তাড়নে তাঁহার।
"কি কর কি কর ভাই! দিওনা উদ্বেগ
আশ্রিত দুর্ব্বল জীবে করেনি কখন
কিছুই অনিষ্ট, তবে কেন অকারণ
করিতেছ উৎপীড়ন সরলে আমার!"
নামাইয়া সম্মার্জ্জনী কহিলা গৃহিনী—

গৃহীর সাধনা।

"অন্ধকার গৃহকোণ মাকশার জালে,
তাই হেন চেষ্টা, বল কিদোষ ইহাতে।"
হাসি' মৃদু কহে সাধু—"সত্য যা কহিলা
ময়লা বহু গৃহকোণে, কিন্তু চাহ ধনী
মনের ভিতরে, সেথা দেখিবে কেমন
কুটিল কালিমা কত আছে কোণে কোণে-
কত ক্লেদ আবর্জ্জনা আছয়ে জমিয়া ;
কর পরিষ্কার তাহা নামের ঝঙ্কারে—
প্রাণপনে জপ সত্যনাম অবিরাম,
দেখিবে নির্ম্মল হ'বে হৃদয়-কুটীর,
হইবে আঁখির জ্যোতি উজল বিমল,
দেখিবেনা কোনস্থানে আঁধারের কণা,
জ্যোতির্ম্ময় নিরমল ভাসিবে চৌদিকে।

সন্ধ্যা উপনীতা ক্রমে, দিবস-কাকলী
শেষ কোলাহল করি হইলা নীরব ;
ধ্বনিল মঙ্গলশঙ্খ পল্লীর হৃদয়ে।
ইষ্টদেবে আরাধিতে শান্তপূতমনে
পশিলা সাধক তাঁর ক্ষুদ্র দেবঘরে ;
গুহাসম ক্ষুদ্র সেটী গভীর নির্জ্জন,

চন্দন।

মিটি মিটি জ্বলে দীপ এককোণে তাঁর,
সম্মুখেতে ক্ষুদ্র ছবি অভীষ্ট দেবের ;
জীর্ণ কুশাসনে বসি নবীন সাধক
ডাকিছে প্রাণেশে কিবা গদগদস্বরে,
ভিজিছে বয়ান বক্ষ নয়ন ধারায় :—
"বৃথাকাজে বৃথামোহে আর কতকাল
যাইবে এভাবে, নাথ ! কর কৃপাদাসে ;"
সুস্থির নিশ্চল এবে দেহ যন্ত্রখানি
ধীরশ্বাস আরও ধীর ক্রমে নাসাচারী ;
তিরোহিত বাহ্যজ্ঞান, দেবতার ধ্যানে—
-পূর্ণসাধু দেবতায় পূর্ণসমাহিত।
অতীত প্রহর প্রায়, এখনো আসেনি
স্বামী, হইয়ে চিন্তিত চলিলা বাহিরে
নারী, দেখিলা বিস্ময়ে কত তীব্র জ্যোতি
বাহিরিছে গৃহফাকে বিদ্যুতের মত ;
হলো কিছু দুর্ঘটনা,—ভাবিয়া আকুল
ছুটি' গেলা দেবঘরে দেখিতে পতিরে ;
দেখিলা আছেন বসি স্থিরস্থাণুসম
ধ্যানরত যোগী যেন চিত্রপট খানি,
মৃদু জ্বলিতেছে দীপ পূর্ব্বের মতন '

গৃহীর সাধনা।

মহানন্দে পূর্ণহৃদি কিশোরী তখন
নিজঘরে পশি', দেখি' ছবি একমনে
বসিল নীরবে গিয়া শয্যার উপর
কমল-কোরক-সম নবশিশু যেথা
নিদ্রায় মগন ; বামা কর জোড় করি'
ভক্তি-গদ-গদ-কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলা :-
"পরম দয়াল পিত! কৃপা করি' মোরে
গুণের সাগর স্বামী দিয়েছ মিলায়ে,
কর মোরে উপযুক্ত চরণের তাঁর,
অবলারে দয়া করি' শিখাও সাধনা।"
পশিছে জোছনা ঘরে গবাক্ষের পথে,
মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু অনিল হিল্লোল
জুড়াইছে ললনার উত্তপ্ত কপোল।
থামিল ক্রন্দন, স্তব্ধ হলো দীর্ঘশ্বাস,
ঘরের সর্ব্বত্র "ছবি" হইল উদয়
বিজলীর আলো মাঝে—কেমন উজ্জ্বল।
প্রেমানন্দে ভোরপুর বালিকা তখন
নাচিছে ঘরের মাঝে হয়ে আত্মহারা,
মুখে শুধু "প্রাণনাথ কেমন সুন্দর,
কি মধুর হাসি তাঁর খেলিছে অধরে,

কেমন মোহন তাঁর পলাশলোচন।"

প্রেমে টল টল পদ গোস্বামী এদিকে
পশি' ঘরে দেখিলেন দয়িতা তাঁহার
উন্মত্তা পরমপ্রেমে নাচিছে গাহিছে,
উন্মুক্তকবরী, দেহ ঘর্ম্মাক্ত কম্পিত
অর্দ্ধনগ্ন, লুপ্তপ্রায় জগতের জ্ঞান।
দেখি এ "রাসের" দৃশ্য স্তম্ভিত সাধক
নিস্পন্দ নয়নে শুধু রহেছে দাঁড়ায়ে,
দেখিছে গোপীর প্রেমলীলা মূর্ত্তিমতী
"মধুরভাবের" কিবা অনন্ত সাধনা।
ছুটিল গলিতদ্রব নয়নের পথে,
ধরিল বালারে সাধু গলা জড়াইয়া,
একদৃষ্টে মুখপানে রাহল চাহিয়া;
প্রাপ্তসংজ্ঞা বালা এবে প্রেমগদগদ
কহিতে লাগিলা উচ্চে স্খলিত বচনে :—
এই যে ধ'রেছি তোমা' জীবনজীবন!
কি সুন্দর প্রেমমাখা নয়ন তোমার,
কি মধুর জ্যোতি তব ভাসিছে বয়ানে;
যেওনা' যেওনা প্রিয় প্রাণেশ আমার!
জীবন সর্ব্বস্ব তুমি হৃদয়েরি ধন"।

গৃহীর সাধনা।

বলিতে লাগিলা পতি-"এই যে নেহারি
প্রাণেশের মুখ ছবি মুখেতে তোমার,
তাঁহার নয়ন দুটী তোমার নয়নে,
স্নেহমাখা কথা তাঁর কথায় তোমার,
তুমিই প্রাণেশ মম প্রেয়সি আমার !"
নারী কন্ "তুমি ছবি পরম পিতার"।

উভয়ের অশ্রুধারা মিশিল মধুর,
প্রেমে গলাগলি দোঁহে করিছে চুম্বন,
নাচিছে উভয়ে প্রেমে হ'য়ে আত্মহারা,
গাহিছে উন্মুক্ত প্রাণে প্রেমময় গান,
হেরিছে তাঁহার ছবি কুটীরে চৌদিকে,
জগতের সবজীবে মুরতি তাহার
হেরিছে—অনন্ত বিশ্ব প্রেমে ভাসমান।

মিলনসঙ্গীত।

—:(*):—

(কত) জনম জনম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
পেয়েছি তোমারই পদ,
আর না ছাড়িব বুকে ল'য়ে রব
মিটিবে জীবন-সাধ।
ও রাঙ্গা চরণ নয়ন-সলিলে
ধোয়াব যতন করি,
ভকতি-চন্দন মাখাব যতনে
অনুরাগ-করে ধরি'।
অতি ধীরে ধীরে প্রণয়-কুসুমে
সাজাব কোমল পদ,
পলক ভুলিয়া রহিব চাহিয়া
আনন্দে বিভোর-হৃদ।
দিবস রজনী সে পদ-মাধুরী
হেরিব মনের সুখে,
ভুখ ও পিয়াসা কোথা চলে যাবে
অমিয় ধরিয়া বুকে।

মিলনসঙ্গীত।

চাহিব না কিছু শক্তি মুক্তি আদি
ওপারের জ্ঞানরাশি,
চেয়ে রব শুধু দুটী পদপানে
হেরিব নখর-শশী।
তব নাম-সুধা সদাই পিয়িব
গাহিব তোমারই জয়,
দিব করতালি প্রাণবঁধু বলি
হব তব প্রেমে লয়।
জগত হয়েছ তুমি হে যখন
যখন তোমাতে সব,
কি চাব আবার পাইয়া তোমারে
বিনা চরণ-বিভব।
থাক সদা হৃদে হে চির সুন্দর
প্রেমসিন্ধু কৃপাময়,
যুগ যুগ ভরি তব মুখ হেরি
(যেন) বিরহ কভু না রয়।

সমাপ্ত।

"তুলসী ও চন্দন" সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত হইতে উদ্ধৃতাংশ :—

জাষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—"পুস্তকখানির যে টুকু পাঠ করিয়াছি তাহাতে দেখিলাম, কবিতাগুলির ভাষা সরল ও সুমিষ্ট, এবং ভাব পবিত্র ও অনেক স্থলে হৃদয়গ্রাহী।"

জাষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র—'তুলসী" বিষ্ণুর পূজার যোগ্য বটে। "ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস" "স্রষ্টার পরিচয়" ও "বেদ দর্শনে" আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ অধ্যাপক, সিটিকলেজ :—

কবিতাগুলির ভাব যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনই ধর্ম্মাত্মক। প্রতি কবিতায়ই গায়কের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বিকসিত হইয়াছে। কবিতার ভাষা সুললিত, ভাব সুগভীর, রীতি প্রাঞ্জল।

ভক্তচরিতামৃত, শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় :—

"আপনার "তুলসী" পুস্তিকা ও "চন্দনের" পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। সচন্দন তুলসী পত্রই শ্রীবিষ্ণুর পূজার প্রধান উপচার। তুলসী পত্রের ছোট বড় বিচার করিতে নাই। চন্দনেরও পরিমলের বিচার করিতে নাই, যেহেতু শ্রদ্ধান্বিত ভক্ত-হৃদয়ে এই দুইটী অপার্থিব পদার্থ সন্দেহ নাই।

লেখকের অন্যান্য পুস্তক ও তৎসম্বন্ধে অভিমত হইতে উদ্ধৃতাংশ :—

১। প্রলাপপত্রিকা। মূল্য ।০ আনা।

সরল সরস ভগবদ্ভক্তি, আন্তরিক অনাবিল স্বদেশ-প্রেম -জড়িত মর্ম্মস্পর্শী করুণ বিয়োগ-গাথা।

বঙ্গবাসী (৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৫) বলেন "দুর্ব্বিষহ বেদনার যে করুণ সুর কবিতার ছত্রে ছত্রে ঝঙ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলিবে; সমদুঃখীকে বিগলিত করিবে; তাহার শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে আবার শান্তি-প্রলেপও দিবে।

২। গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য। মূল্য ৵০ আনা।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩০।

"গৃহী সমাজের মধ্যে বাস করিয়া কিরূপে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারে, সে সম্বন্ধে লেখক কিছু নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানির ভাষা বেশ সরল।"

৩। ধর্ম্মসাধনা। মূল্য ৵০

The star of Utkal. 31. 7. 29.

"That a few have combind together to live a life of Dharma and are trying to inculcate the same spirit in others is a noble thing."

৪। ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ। মূল্য /০

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৫।

"এই পুস্তিকাতে ছাত্রমঙ্গলে শিক্ষক-গ্রন্থকারের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ইহা পাঠ করিলে, ছাত্রের সত্যিকার মঙ্গল হইবে।"

৫। কালিকা মাহাত্ম্য। মূল্য ৶০